সরকারই নির্বাচন বানচাল করতে চায় : শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, জোট সরকারই প্রহসন করে নির্বাচন বানচাল করতে চায়। জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়। তিনি সরকারের ষড়যন্ত্র এবং ভোট কারচুপির বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক ও সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যতই টালবাহানা ও মিথ্যাচার করুক সরকারকে সংস্কারের দাবি অবশ্যই মানতে হবে। সংস্কার বাস্তবায়ন করেই দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে।

তিনি শনিবার বিকেলে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমী আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী বর্ণাঢ্য জীবনের দুর্লভ ছবি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে এ কথা বলেন। তিনি মিথ্যাচারী জোট সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে দেশকে সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া 'আওয়ামী লীগ নির্বাচন চায় না, তারা নির্বাচন বানচাল করতে চায়'– এ অভিযোগের জবাব দিয়ে শেখ হাসিনা আরো বলেন, আসলে তারাই নির্বাচন চায় না। কারচুপি করতে পারলেই নির্বাচন, আর কারচুপি করতে না পারলে তা বানচাল– জোট সরকার এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তিনি বলেন, দেশের মানুষ যখন সংস্কারের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাইছে, তখন ক্ষমতাসীনরা ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছে। জনগণের কাছ থেকে লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভোগ করতেই তারা ভোটচুরি করে আবারো ক্ষমতায় ফিরে আসতে চায়।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে এসে প্রথমেই ফিতা কেটে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরে বেশ কিছুক্ষণ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সপ্তাহব্যাপী এ আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক সংবলিত প্রায় ২ হাজার ২০০টি আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীটি আগামী ৩১ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা আরো বলেন, '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছে তারা মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ক্ষমতাকে বৈধ করা এবং কালো টাকার মালিক হওয়াই তাদের লক্ষ্য। এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, জোট সরকার জনগণের সঙ্গে ছলচাতুরী, মিথ্যার বেসাতি ও ইতিহাস বিকৃতি করছে। মিথ্যা বলাই তাদের অভ্যাস। ১৫ আগস্ট জন্মদিন না হওয়া সত্ত্বেও যারা জন্মদিন পালন করে, তারা বিকৃত মানসিকতার অধিকারী।

ছবি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকে প্রতিরোধ করে সত্য ইতিহাস তুলে ধরতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছবি কথা বলে। ছবির মাধ্যমে ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

তিনি সারাদেশে যার কাছে বঙ্গবন্ধুর যত দুর্লভ ছবি ও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, তা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ট্রাস্ট অথবা আওয়ামী ফাউন্ডেশনে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সারাদেশে এসব ছবির প্রদর্শনীকে ছড়িয়ে দেওয়া হলে ইতিহাস বিকৃতকারীদের মিথ্যাচারকে প্রতিহত করা যাবে।

বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমীর চেয়ারম্যান আলহাজ এমএ খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেন। এ সময় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

শেখ হাসিনার শোক

আইভরি কোস্টে দুর্ঘটনায় ৬ বাংলাদেশী সৈন্য নিহত

গত শুক্রবার আইভরি কোস্টে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত ছয়জন বাংলাদেশী সেনা সদস্য সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন, দুর্ঘটনায় অপর ১২ জন সেনা সদস্য গুরুতর আহত হন। আহতদের ২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায়

স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ওই দুর্ঘটনা সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। নিহতদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। লাশ কবে দেশে আনা সম্ভব হবে তা আজ জানা যাবে। বংলাদেশী সৈন্যরা শুক্রবারই বাংলাদেশ থেকে আইভরি কোস্টে যোগদান, সেখানে পৌছার ৮ ঘণ্টার মধ্যেই এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

বিরোধীদলীয় নেতার শোক

আইভরি কোস্টে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী সদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিহত ৬ সেনা সদস্যের অবদান দেশবাসী চিরদিন মনে রাখবে। শেখ হাসিনা নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. ওয়াজেদ মিয়ার অবস্থার উন্নতি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ল্যাব-এইড কার্ডিয়াক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শনিবার তার হৃৎপিণ্ডের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় তার হৃদরোগ হয়েছিল।

এদিকে শনিবার বিকেলে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়াকে দেখতে যান। আধা ঘণ্টার বেশি সময় শেখ হাসিনা তাঁর পাশে কাটান। এ সময় ড. ওয়াজেদ ও শেখ হাসিনার মধ্যে কথা হয়। হাসপাতালের আইসিইউ'তে চিকিৎসাধীন ড. ওয়াজেদ মিয়ার শারীরিক খোঁজ-খবর নেন তিনি।

ল্যাব-এইডের কনসালট্যান্ট রাকিবুল ইসলাম লিটু জানান, ওয়াজেদ মিয়ার শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়েছে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে আরও দু'একদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু আদর্শ মূল্যায়ন ও গবেষণা সংসদের উদ্যোগে সংগঠনের সভাপতি ড. ওয়াজেদ মিয়ার আশু রোগ মুক্তি কামনা করে শনিবার বাদ আছর এক মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সৈয়দ এমদাদ হোসাইন। এতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, আজাদ হোসেন শেখ, আবুল কাশেম ফজলুল হক প্রমুখ অংশ নেন।

মোহাম্মদ হানিফের অবস্থার কিছুটা অবনতি

ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফের শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হয়েছে শনিবার। তাঁর গলাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ সামান্য ফুলে গেছে। চিকিৎসকরা ধারণা করছেন, কোন সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে। রবিবার তাঁর রক্ত পরীক্ষা করা হবে। এছাড়া আলট্রাসনোগ্রাম করা হবে তাঁর। শনিবার সাবেক মেয়রকে আইসিইউ থেকে কেবিনে শিফট করা হয়েছে।

সাবেক মেয়রের ছেলে সাঈদ খোকন জানান, শনিবার সকালে এই পরিবর্তন ছিল না। রাতে এসেই দেখি তাঁর গলার অংশ ও শরীরের অন্যান্য অংশ ফুলে গেছে। কেন এমন হলো বুঝতে পারছি না। তিনি জানান, হানিফের হার্ট, লিভার ও কিডনি সবই ভাল আছে। ব্রেনের সমস্যাটাই মারাত্মক। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় গ্রেনেডের স্প্লিন্টার এখনও তাঁর মাথায় রয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা শঙ্কিত। এটা সারতে সময় লাগবে। এখন আবার শরীর ফুলে যাওয়ায় তাঁরা আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে থাই এয়ারওয়েজের একটি বিমানে সাবেক মেয়রকে ব্যাঙ্কক থেকে দেশে আনা হয়েছে। জিয়া বিমানবন্দর থেকে সরাসরি তাঁকে এ্যাপোলো হাসপাতালে নেয়া হয়। দীর্ঘ সাড়ে ছয় মাস বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার বেশ উন্নতি হওয়ায় ফলোআপ চিকিৎসা বাংলাদেশেই সম্ভব বলে তাঁকে দেশে নিয়ে আসা হয়। এখানে তাঁর ফলোআপ চিকিৎসা চলছে। নিউরোলজিস্ট ডা. আলী আখতার ভূঁইয়ার অধীনে সাবেক মেয়রের চিকিৎসা চলছে।

এদিকে শনিবার আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ সাবেক মেয়রকে দেখতে এ্যাপোলো হাসপাতালে যান। এ সময় তিনি চিকিৎসক ও মোহাম্মদ হানিফের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

আহত শতাধিক ॥ অনির্দিষ্টকাল হরতাল আহ্বান ॥ ১৪৪ ধারা জারি

ফুলবাড়ীতে মিছিলে বিডিআর পুলিশের গুলি, নিহত ৭

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের প্রতিবাদে ও এশিয়া এনার্জি কোম্পানির কয়লা ক্ষেত্রের লিজ বাতিলের দাবিতে গতকাল শনিবার বিকেলে আয়োজিত সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে যাওয়ার পথে বিডিআর ও পুলিশের গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন। নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত অনেকের লাশ বিডিআররা নিয়ে গেছে।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি গতকাল বিকেলে ফুলবাড়ী পৌরসভা বাজারে সমাবেশের আয়োজন করে। দুপুর থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩০ হাজার লোক সমাবেশস্থলে যোগ দেয়। সমাবেশে বন্দর রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক শেখ মোঃ শহিদুলাহ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, কমিউনিস্ট পার্টির মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বাসদের সুধাংশু চক্রবর্তী, গণফ্রন্টের দিকে টিপু বিশ্বাস ও ওয়ার্কার্স পার্টির দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন লাবু প্রমুখের বক্তব্য যখন শেষের দিকে ঠিক তখনই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ সময় সমাবেশের মূল অংশগুলোতে ব্যাপক পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন ছিল। জনতা প্রতিবাদমুখী হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় পুলিশ ও বিডিআর জনতার দিকে লক্ষ্য করে ৩০ রাউন্ড টিয়ারগ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এরপর জনতা একের পর এক পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দিয়ে এশিয়া এনার্জি কোম্পানির দিকে এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলি ছোড়ে।

Z_¨mÎt ^`wbK †fv‡ii KvMR, AvM÷ 27, 2006

ফুলবাড়ীতে হতাহতের ঘটনায় আব্দুল জলিল এমপি'র নিন্দা

দিনাজপুরে ফুলবাড়ীতে কয়লা খনির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল। গতকাল রাত ৯টায় বগুড়ার পর্যটন মোটেলে আয়োজিত এক কর্মিসভায় তিনি এ নিন্দা জানান।

ঐ সভায় তিনি বলেন, এ সরকার বিনা কারণে দেশের মানুষকে গুলি করে হত্যা করছে। তিনি এ হত্যার প্রতিবাদে তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা ফুলবাড়ীতে আজ রোববারের হরতালের প্রতি আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। ঐ কর্মিসভায় তিনি আজ রোববার সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কর্মিসভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন - আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুর রাজ্জাক, বেগম মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি রাশেধ খান মেনন, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য্য, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল জান্নান সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন প্রমুখ।

মুরাদনগরে আওয়ামী লীগের মিছিলে কায়কোবাদের ভাইয়ের বাহিনীর হামলা ॥ আহত ১০

কুমিল্লার মুরাদনগরে বিএনপির প্রতিবাদসভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রতিবাদসভার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ মিছিল বের করলে বিএনপির সংসদ সদস্য কায়কোবাদের ভাইআরেফিনের বাহিনী হামলা চালালে অন্তত ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার রাত সোয়া ৭টায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১৮ আগস্ট কুমিল্লার মুরাদনগরের পীর কাশিমপুরে সকল রাজনৈতিক দল নাগরিক সমাজের ব্যানারে সাংসদ কায়কোবাদের বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এ প্রতিবাদ সমাবেশের পাল্টা হিসেবে শনিবার বিকালে পীর কাশিমপুরে বিএনপি এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এ সমাবেশ শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ ২/৩ হাজার মানুষ নিয়ে প্রতিবাদ সভার প্রতিবাদে মিছিল বের করে। প্রতিবাদসভা শেষে বাড়ি ফেরার সময় এ খবর পেয়ে সাংসদ কায়কোবাদের ভাই আরেফিনের বাহিনীর ক্যাডাররা তার নেতৃত্বে পীর কামিশপুরে ফিরে এসে হামলা চালায়। আরেফিন বাহিনীর হামলায় এ সময় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বাবুল, ছাত্রলীগ নেতা নাসির, বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগের যোগ দেয়া সহিদসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, আগস্ট ২৭, ২০০৬

বিইউপির গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী সিন্ডিকেট ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হওয়ার পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে - মজুদদার, চাঁদাবাজ ও সিন্ডিকেটের তৎপরতা, সরকার নিষ্ক্রিয় থাকা এবং ভোক্তাসাধারণ প্রতিবাদী না হওয়া। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদ নিয়েই মুনাফালোভী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট দাম বাড়াচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের। এ সিন্ডিকেট সদস্যদের ক্রসফায়ারে নেয়া উচিত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে সাধারণ মানুষকে এক হয়ে আন্দোলনে যেতে হবে।

শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি) আয়োজিত 'মূল্যস্ফীতি : দেশের মানুষ কেমন আছে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। সংস্থার চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠকে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি বোরহান আহমেদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ, সাবেক সিএজি ইউসুফ হোসেন, এমএল রহমান, ড. তরফদার রবিউল ইসলাম, এম তাহের উদ্দিন, নীলুফার বানু প্রমুখ।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে পিছিয়েপড়া সীমিত আয়ের মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একটি গোষ্ঠী সুযোগ নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বাড়াচ্ছে। এদের ব্যাপারে সরকার নিষ্ক্রিয়। মূল্যবৃদ্ধির এ চাপে নিষ্পেষিত হলেও ভোক্তারা আন্দোলনে যাচ্ছে না। ফলে দ্রব্যমূল্য আরও বাড়ছে। ভোক্তারা সচেতন হয়ে এগিয়ে গেলে সরকার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য।

অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, দেশে নানা ধরনের কমিশন গঠন করা হলেও ভোক্তাদের যারা ঠকাচ্ছে তাদের জন্য কোন কমিশন নেই। অনেক দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ভর্তুকি দেয়া হলেও আমাদের এখানে তা দেয়া হয় না।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা আরও বলেন, অবৈধ টাকার বৃদ্ধির কারণেই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির হারও বেশি। র‌্যাব যদি কোন খুনিকে ক্রসফায়ারে মারতে পারে তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে দায়ী ১শ' জন সিন্ডিকেট সদস্যকেও ক্রসফায়ারে নেয়া উচিত হবে। কারণ এ সিন্ডিকেট কোটি কোটি মানুষকে মেরে ফেলছে।

Z_¨mÎt ˆ`wbK hMvši, AvM÷ 27, 2006

এবার অনুগত ৮ জনকে
হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করছে সরকার

কাগজ প্রতিবেদক : তিনজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে ডিঙিয়ে আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ এবং প্রধান বিচারপতির সুপারিশ উপেক্ষা করে হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে বিতর্কের অবসান হতে না হতেই হাইকোর্ট বিভাগে আরো ৮ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হচ্ছে। জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার শেষ মুহূর্তে দলীয়করণের মাধ্যমে হাইকোর্টে সর্বশেষ দফায় বিচারপতি নিয়োগ করার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন।

আইন মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ৮ জনকে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের জন্য সারসংক্ষেপ আজকালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলতি সপ্তাতেই রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়োগ দেবেন বলে জানা গেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, যে ৮ জনকে বিচারপতি নিয়োগ করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা রয়েছেন ৩ জন এবং সরকারদলীয় আইনজীবী রয়েছেন ৫ জন। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বর্তমানে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত আইন সচিব আলাউদ্দিন সরদারও রয়েছেন। আলাউদ্দিন সরদারের চাকরির মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেলেও তাকে দুদফা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এমনকি অবসরে যাওয়ার পর তার এলপিআরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাকে নজিরবিহীনভাবে আইন সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এবার তাকে বিচারপতি নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলছে।

এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার মোঃ ফজলুল করিম এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর হারুন ওসমানির নামও রয়েছে তালিকায়। আইনজীবীদের মধ্যে থেকে যে ৫ জনকে বিচারপতি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে ৩ জন রয়েছেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল (ডিএজি) এবং ২ জন সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য।

যে ৩ জন ডিএজিকে বিচারপতি নিয়োগের জন্য নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তারা সবাই জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্রভাবশালী নেতা।

বারের যে ২ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তারাও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতা। আইন

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যেই এই নিয়োগ দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে সুপ্রিম কোর্ট প্রায় দেড় মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বন্ধের আগেই নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। বন্ধের আগ মুহূর্তে নিয়োগ দেওয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন যেন এ নিয়ে আন্দোলন করতে না পারে। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালেও সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘকালীন বন্ধের আগ মুহূর্তে ১৯ জন বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। প্রায় দুমাস নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়া হয়। এই ১৯ জন বিচারপতির মধ্যে দুবছর শেষে গত ২৩ আগস্ট ১৭ জনকে স্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি সুপারিশ করেননি এমন ২ জনকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন বিচারপতি ফয়সল মাহমুদ ফয়েজী এবং বিচারপতি এমদাদুল হক আজাদ। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা এ ২ জন বিচারপতিকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলন ও আদালত বর্জন করছেন। ২৩ আগস্ট যেদিন ১৭ জন বিচারপতিকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেদিনই হাইকোর্ট বিভাগের ৩ জন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে ডিঙিয়ে বিচারপতি জয়নুল আবেদীনকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে নিয়োগ দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি বিচারপতি জয়নুল আবেদীনকে প্রথা অনুযায়ী সংবর্ধনা দেয়নি। আইনজীবীরা জানান হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে চরম বিতর্কের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ বিচারাঙ্গনকে। বিচার বিভাগকে দলীয়করণের প্রতিবাদে আগামী ৩০ আগস্ট সারা দেশের আইনজীবী সমিতিতে মানববন্ধন কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। আইনজীবীদের এই আন্দোলন কর্মসূচি চলা অবস্থাতেই সরকার আরো ৮ জন নতুন বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যাচ্ছে।

Z_¨mÎt``wbK †fv‡ii KvMR, AvM÷ 27, 2006

দু'শ' কোটি টাকার প্রকল্পে এক শ' ২০ কোটিই ফরেন ট্যুর

সরকারের শেষ সময়ে গৃহীত প্রকল্পে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের দু'শ' কোটি টাকার এক শ' ২০ কোটিই খরচ হবে বিদেশ ট্যুরে দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ তথা স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ। গ্রাম গ্রামান্তরের স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রকল্পে বিশাল বাজেটের বিদেশ ট্যুর কেন এ প্রশ্নের কোন জবাব মিলছে না। বিদেশ ট্যুর ছাড়া দু'শ' কোটি টাকার বাকি অর্থ ব্যয় হবে দেশী-বিদেশী কনসালট্যান্ট, অডিট, জরিপ, সভা বৈঠক, ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে। গৃহীত প্রকল্পের সাফাই প্রচারে মিডিয়া ক্যাম্পেন-এর জন্যও বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা। এ সবের পরও প্রকল্পটি এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকায় তা বাস্তবায়নে কত সফল হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে 'লোকাল গবর্নমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট' নামে এই প্রকল্পটি সম্প্রতি সরকার গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে পর্যায়ক্রমে অডিটের মাধ্যমে সাড়ে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হবে। এ কারণে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্পের মোট বরাদ্দ এক হাজার ৪২১ কোটি টাকা। পুরো প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে সরকার দেবে ৫৪১ কোটি, বিশ্বব্যাংক ৭৬৯ কোটি এবং ইউএনডিপি, ইউএনসিডিএফ দেবে বাকি ১১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে থেকে এক হাজার ২০৭ কোটি টাকাই ব্যয় হবে ঋণ প্রদানে। ঋণ প্রদানসহ আনুষঙ্গিক ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট বাদে প্রকল্পের রেভিনিউ কম্পোনেন্ট বা খরচের খাতে বরাদ্দ রয়েছে দু'শ' ৫ কোটি টাকা। দু'শ' ৫ কোটি টাকা খরচের বিস্তারিত ফিরিস্তি নিতে গিয়ে ভড়কে যেতে হয়েছে।

জানা গেছে, প্রকল্পের দু'শ' ৫ কোটি টাকার রেভিনিউ খরচের ১২০ কোটি ৮ লাখ টাকাই রাখা হয়েছে বিদেশ ট্যুর, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার নামে। এই খরচটিই সবচেয়ে বড়। বাকি কম্পোনেন্টের মধ্যে কনসালটেন্সিতে রয়েছে ২০ কোটি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং তহবিলের নামে ১১ কোটি, ইউনিয়ন পরিষদ অডিটে রাখা হয়েছে ২৩ কোটি, সভা বৈঠকে ৫ কোটি, মিডিয়া ক্যাম্পেনে ৪ কোটি ৮০ লাখ, জরিপ কাজে ৬১ লাখ টাকা ইত্যাদি।

গ্রাম স্তরের স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা প্রকল্পে বিদেশে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ও কর্মশালার নামে প্রকল্পের রেভিনিউ বরাদ্দের ৬০ ভাগ অর্থই কিভাবে বরাদ্দ হলো তা নিয়ে নানা গুঞ্জন হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আমলারাই কার্যত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন জনবল কাঠামো না থাকলেও ৫ বছর মেয়াদী বিরাট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ভার তারাই নিয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বিদেশ ট্যুর, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। কার্যত এই টাকায় কয়জন ইউপি চেয়ারম্যান বা মেম্বার বিদেশে যেতে পারবেন তাতে সন্দেহ রয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের বড় কর্তাদের ঘন ঘন বিদেশ ট্যুরের ব্যবস্থা হবে।

পর্যবেক্ষকরা জানান, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব জনবল খুব একটা বেশি নেই। অথচ প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে সাড়ে চার হাজার ইউপি অডিট ও জরিপ করে ঋণ দিতে হবে। পাশাপাশি করতে হবে এর কার্যকারিতার মূল্যায়ন। এ ধরনের বড় প্রকল্প কোন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নের নজির নেই বললে চলে। এ অবস্থায় তা কতটা সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, আগস্ট ২৭, ২০০৬

সাতক্ষীরায় ফেনসিডিলসহ ছাত্রদল সভাপতি গ্রেফতার॥ বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা

ভারত থেকে ফেনসিডিল আনার সময় ২৩ বোতল ফেনসিডিলসহ তালা উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি মীর্জা আতিয়ার রহমানকে আটক করেছে কলারোয়া থানাপুলিশ। শনিবার বিকালে কলারোয়া উপজেলা সদরের ঝিকরা মোড়ে এই ফেনসিডিলসহ তার সহযোগী কামরুল ইসলামকে আটক করা হয়। আটক দু'জনেরই বাড়ি তালা উপজেলার মাঝিয়াড়া ও বারুইহাটি গ্রামে। পুলিশ জানায়, সীমান্ত থেকে মোটরসাইকেলে করে ফেনসিডিল আনার সময় টহলপুলিশ দারোগা ফরিদের নেতৃত্বে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে তাদের কাছে থাকা ২৩ বোতল ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করা হয়। আটক ছাত্রদল সভাপতি আতিয়ার নুরুল ইসলামের পুত্র এবং কামরুল আফছারের পুত্র।

এ ব্যাপারে কলারোয়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে। মামলা নং-৭।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, আগস্ট ২৭, ২০০৬

ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা

মুলাদীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জনসভায় না গেলে নতুন করে ভিজিএফ কার্ড দেওয়া হবে না। আগে যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের কার্ডও বাতিল করা হবে।

শনিবার সন্ধ্যায় ইউপি সদস্য মরিয়ম বেগমের স্বামী বাচ্চু ব্যাপারী নন্দীরবাজারে ঢোল পিটিয়ে এ ঘোষণা দেন। ঘোষণার সময় নন্দীরবাজারে অবস্থানরত একই এলাকার বাসিন্দা জাকির হোসেন ভুলু ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

Z_¨mÎt ˆ`wbK mgKvj, AvM÷ 27, 2006